অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
সমন্বয়-২ শাখা

বিষয়: **অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কার্য সংশ্লিষ্ট 'আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২৩' এর খসড়া ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।**

**উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে,** অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের কার্য সংশ্লিষ্ট 'আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২৩' খসড়া আইনটি পর্যালোচনার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ২৬/১২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির প্রথম সভায় খসড়া আইনটি website-এ প্রকাশ করে জনমত যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত খসড়া আইনের ওপর ৩০ দিনের মধ্যে মতামত (হার্ড কপি ও সফ্ট কপি) সমন্বয়-২ শাখায় প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

**সংযুক্তিঃ ক) বর্ণনামতে ০৭ (সাত) পাতা (পিডিএফ)।**

**খ) বর্ণনামতে, ০৭ (সাত) পাতা (সফ্টকপি)।**

৩১-১২-২০২৩


অতীন কুমার কুন্ডু
উপসচিব
ফোন: ৪৮১১৯৪০৩
ইমেইল: cord2@erd.gov.bd

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
আইসিটি সেল
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ


ইউ. ও. নোট নম্বর: ০৯.০০.০০০০.১৪৭.২২.০০১.১৮.২৩৭

তারিখ: ১৬ পৌষ ১৪৩০
৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:
১) উপসচিব, নরডিক অধিশাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
২) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সচিবের দপ্তর, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৩) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, উইং ৬: সমন্বয় ও নরডিক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

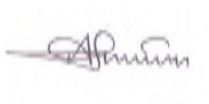

৩১-১২-২০২৩
অতীন কুমার কুন্ডু
উপসচিব

# আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২৩

যেহেতু, জুলাই ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডস্-এ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সম্মেলনে গৃহীত চুক্তি অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ) এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইবিআরডি) নামক দুইটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়;

যেহেতু, বর্ণিত ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর পরিচালকগণ কর্তৃক ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে অনুমোদিত চুক্তি-সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের শর্তানুসারে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়;

যেহেতু, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট ১৫ হতে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল ০৯ সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ৩(ক) এবং ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯-তে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়;

যেহেতু, ১৭ আগস্ট, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ উল্লিখিত সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভ করে;

যেহেতু, বর্ণিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্য হিসাবে দায়-দায়িত্ব পালনকল্পে ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন সমীচীন; এবং

যেহেতু, সরকারের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে International Financial Organizations Order, 1972 (President's Order No. 86 of 1972) ; The International Financial Organizations (Amendment) Ordinance, 1976 (Ordinance No XCIV of 1976) এবং The International Financial Organizations (Amendment) Act, 1998 (Act No. XVIII of 1998) রহিতক্রমে যুগোপযোগী ও সময়োপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও আবশ্যক;

সেইহেতু, এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**—(১) এই আইন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) 'অ্যাসোসিয়েশন' অর্থ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন;

(২) 'অ্যাসোসিয়েশন চুক্তি' অর্থ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা সম্পর্কিত চুক্তি যাহা সময়ে সময়ে সংশোধনসহ গৃহীত হইবে;

(৩) 'আইবিআরডি' অর্থ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-কে বুঝাইবে;

(৪) 'আইবিআরডি চুক্তি' অর্থ আইবিআরডি প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা সম্পর্কিত চুক্তি যাহা সময়ে সময়ে সংশোধনসহ গৃহীত হইবে;

(৫) 'ফান্ড' অর্থ ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড-কে বুঝাইবে;

(৬) 'ফান্ড চুক্তি' অর্থ ফান্ড প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা সম্পর্কিত চুক্তি যাহা সময়ে সময়ে সংশোধনীসহ গৃহীত হইবে ;

(৭) 'সরকার' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-কে বুঝাইবে;

(৮) 'সদস্যগণ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব' অর্থ ফান্ড, আইবিআরডি এবং অ্যাসোসিয়েশন-এর বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, যাহার মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানে সদস্যপদ লাভ করিয়াছে এবং যাহা তপশিল-১-এর যথাক্রমে ১, ২ ও ৩ অংশে সংযোজন করা হইয়াছে;

(৯) 'স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস ডিপার্টমেন্ট'-এর অর্থ হইল ফান্ড-এর স্পেশাল ড্রইং রাইটস ডিপার্টমেন্ট।

৩। **চুক্তির অধীন বাধ্যবাধকতা এবং দায়িত্ব পালনে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা**—(১) সরকার, সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা মনোনয়ন করিবে, যাহাকে সরকারের পক্ষে ফান্ড চুক্তি, আইবিআরডি চুক্তি ও অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির যে-কোনোটির অথবা সকল চুক্তির মূল দলিলে স্বাক্ষর করিতে এবং ফান্ড চুক্তি ও আইবিআরডি চুক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট এবং অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির ক্ষেত্রে আইবিআরডির নিকট, বর্ণিত চুক্তির দলিলসমূহে এবং যথাক্রমে বর্ণিত চুক্তিপত্রে ও সদস্যপদ প্রস্তাবে বিধৃত শর্তাবলিতে সম্মত হইবার প্রামাণ্য দলিলপত্র দাখিল করিতে অনুমতি প্রদান করিবে এবং এইরূপ দলিলের মাধ্যমে বর্ণিত চুক্তিসমূহ ও সম্মত দলিলাদিতে স্বাক্ষর করিতে ও তাহা দাখিল করিতে ক্ষমতা প্রদান করিবে।

(২) ফান্ড-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স্পেশাল ড্রইং রাইটস্ ডিপার্টমেন্ট-এ অংশগ্রহণকারী সদস্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং ফান্ড চুক্তির দফা-১-এ বর্ণিত বিধান-অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক একজন কর্মকর্তাকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হইবে, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর পক্ষে স্পেশাল ড্রইং রাইটস ডিপার্টমেন্ট-এর অংশগ্রহণকারী সদস্য হিসাবে দেশের বিদ্যমান বিধিবিধানের আলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কর্তৃক সকল বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন করা হইয়াছে এবং সকল কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে মর্মে একটি দলিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে ফান্ডের নিকট দাখিল করিতে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হইবেন।

৩ (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কোনো শর্ত প্রতিপালন-সাপেক্ষে কিংবা কোনো শর্ত ছাড়াই নিম্নের যে-কোনো প্রস্তাব সম্পূর্ণ বা আংশিক গ্রহণ করিতে পারিবে—

(১) ফান্ড চুক্তি, আইবিআরডি চুক্তি কিংবা অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির যে-কোনো সংশোধন; এবং

(২) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফান্ড-এ বাংলাদেশের কোটা বৃদ্ধি।

৪। **আর্থিক সংস্থান**—(১) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমুদয় অর্থ সরকারের সংযুক্ত তহবিল হইতে পরিশোধ করা যাইবে—

(ক) সদস্যপদ প্রাপ্তির সিদ্ধান্ত অনুমোদন এবং ফান্ড চুক্তির বিধান-অনুযায়ী সময়ে সময়ে আবশ্যকীয় সকল দায় পরিশোধ ও স্থানান্তর বা অন্যান্য সমন্বয় সাধন;

(খ) স্পেশাল ড্রইং রাইটস ডিপার্টমেন্ট-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর অংশগ্রহণের নিমিত্ত সকল দায় পরিশোধ বা স্থানান্তর কিংবা অন্যান্য সমন্বয় সাধন;

(গ) সদস্যপদ প্রাপ্তির সিদ্ধান্ত এবং আইবিআরডি চুক্তির বিধান-অনুসারে সময়ে সময়ে আইবিআরডি-কে প্রদেয় সকল দায় পরিশোধ;

(ঘ) সদস্যপদ প্রাপ্তির সিদ্ধান্ত এবং অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির বিধান-অনুসারে সময়ে সময়ে অ্যাসোসিয়েশন-কে প্রদেয় দায় পরিশোধ।

(২) সরকার ঋণ গ্রহণপূর্বক অথবা অন্য কোনো উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে সময়ে সময়ে যে পরিমাণ অপরিশোধিত দায় থাকিবে তাহা সদস্য-পদ প্রাপ্তির রেজুলেশন অনুযায়ী ফান্ড, আইবিআরডি এবং অ্যাসোসিয়েশন-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সদস্য-পদ প্রাপ্তির সংশ্লিষ্ট চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সময়ে সময়ে প্রদেয় অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে

পরিশোধ করিবে এবং স্পেশাল ড্রইং রাইটস ডিপার্টমেন্ট-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর অংশগ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দায় পরিশোধ, স্থানান্তর অথবা সমন্বয় সাধন করিবে।

(৩) সরকার যথোপযুক্ত মনে করিলে, ফান্ড চুক্তির অনুচ্ছেদ ৩-এর ধারা-৪, আইবিআরডি চুক্তির অনুচ্ছেদ ৫-এর ধারা-১২ এবং অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির অনুচ্ছেদ ২-এর ধারা-২-এর দফা (ঙ) অনুযায়ী (যে সকল দফায় ফান্ড, আইবিআরডি কিংবা অ্যাসোসিয়েশন-এর যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশি মুদ্রার স্থলে নোট কিংবা একই ধরনের দায়পত্রের উল্লেখ রহিয়াছে) ফান্ড, আইবিআরডি অথবা অ্যাসোসিয়েশনের অনুকূলে সুদবিহীন এবং নন্-নেগোশিয়েবল নোট অথবা অন্যান্য দায়যুক্ত নির্দেশনা পত্র সৃজন বা জারি করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে সৃজিত ও ইস্যুকৃত নোট বা দায়পত্রসমূহ সরকারের সংযুক্ত তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) সংযুক্ত তহবিল হইতে এই ধরনের দায় পরিশোধের লক্ষ্যে এই ধারার উপধারা ১-এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এবং উপধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে সুদমুক্ত এবং নেগোশিয়েবল নোট অথবা অন্য কোনো দায়পত্র সৃজন বা ইস্যু করিয়া যাহা উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে, সেইভাবে, সরকার ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫। **আমানতদার**—(১) ফান্ড চুক্তির অনুচ্ছেদ ৫-এর ধারা-১, আইবিআরডি চুক্তির অনুচ্ছেদ ৩-এর ধারা-২ এবং অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৬-এর ধারা-৯ ও ১০ অনুযায়ী এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যেরূপ কর্তৃত্ব প্রদান করা হইবে, আর্থিক সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক সেইরূপে দায়িত্ব পালন করিবে এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ফান্ড, আইবিআরডি এবং অ্যাসোসিয়েশন-এর বিভিন্ন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সকল ধরনের লেনদেন এবং কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক হইবে ফান্ড, আইবিআরডি ও অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ধারণকৃত বাংলাদেশি মুদ্রা অথবা অন্য কোনো সম্পদের আমানতদার (Depository)।

(৩) ধারা-৬-এর উপধারা ২-এর বিধানাবলি অনুযায়ী ফান্ড কর্তৃক বাংলাদেশের অনুকূলে প্রদেয় বা বরাদ্দকৃত যে-কোনো পরিমাণ স্বর্ণ, মুদ্রা অথবা স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস্-সহ যে-কোনো পরিমাণ অর্থ অথবা স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস্ ডিপার্টমেন্ট-এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যোগদানের ফলে প্রাপ্ত অর্থসহ ফান্ড ও আইবিআরডি কর্তৃক বাংলাদেশকে পরিশোধিত বা স্থানান্তরিত যে-কোনো পরিমাণ অর্থ গ্রহণের জন্য সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংক-কে যে-কোনো ধরনের নোট গ্রহণ ও ধরিয়া রাখিবার এবং ধারা-৪-এর উপধারা ৪ অনুযায়ী যে-কোনো নোট জারি করিতে কর্তৃত্ব প্রদান করা হইল।

৬। **দায় পরিশোধ**—(১) ধারা-৪-এর উপধারা ৪-এর বিধানাবলি অনুযায়ী সরকারের সকল দায়মুক্তির লক্ষ্যে সংযুক্ত তহবিল হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট এবং জারিকৃত সকল নোট বা দায় নির্দেশকপত্র দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) ফান্ড চুক্তির অনুচ্ছেদ ৫ বা অনুচ্ছেদ ৭ বা অনুচ্ছেদ ৮ বা অনুচ্ছেদ ১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনার জন্য গৃহীত অর্থ ব্যতীত ফান্ড, আইবিআরডি এবং অ্যাসোসিয়েশন হইতে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অথবা পক্ষে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সরকারের সংযুক্ত তহবিলে জমা করিতে হইবে; এবং এইরূপ গৃহীত অর্থ, যদি মূলধন/পুঁজি হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা অন্য কোনো লিখিত আইন দ্বারা উহার ব্যবহার সম্পর্কে ভিন্নরূপে উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত অর্থ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা-অনুযায়ী এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে জারিকৃত নোট ও অন্য কোনো দায়পত্র সরকারের দায় পরিশোধের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। **তথ্য প্রদান**—(১) ফান্ড চুক্তি, আইবিআরডি চুক্তি এবং অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারার বিধানাবলি অনুযায়ী সরকার কর্তৃক এই সকল সংস্থাকে কোনো তথ্য সরবরাহের প্রয়োজন হইলে, সরকার, অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণভাবে কিংবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, কোনো ব্যক্তিকে লিখিত আদেশ দ্বারা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, উল্লিখিত আদেশে বর্ণিত তথ্যসমূহ, যাহা ফান্ড, আইবিআরডি এবং অ্যাসোসিয়েশন-এর অনুরোধ প্রতিপালনের জন্য অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং তিনি সেই সকল তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তি বা কর্মকর্তা যিনি এই ধারার অধীনে তথ্য প্রদান করিবেন তিনি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ নম্বর আইন) ২১ ধারা অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী ফান্ড, আইবিআরডি এবং অ্যাসোসিয়েশন-এর নিকট এইরূপ কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যাদি প্রকাশ পায় এবং এইরূপ তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ নং আইন)-এর ধারা ৩০৯ প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপধারা ১ অনুযায়ী তথ্য প্রদানের পরিসর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই ধারার আওতায় যাচিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ফান্ড, আইবিআরডি এবং অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক যাচিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের শর্ত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা হইলে বাংলাদেশ দন্ডবিধির (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ৪৫ নম্বর আইন)

ধারা-১৭৬ এবং ধারা-১৭৭ অনুযায়ী কোনো বিচার কার্যক্রমে তাহা রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) সরকারের পূর্ব আদেশক্রমে কোনো তথ্য প্রদান করা হইলে এই ধারার অধীনে সেই তথ্য প্রদান সম্পর্কিত কোনো গৃহীত ব্যবস্থা বিচারিক কার্যক্রমের আওতায় আনা যাইবে না।

৮। **চুক্তির কতিপয় বিশেষ বিধানের আইনের মর্যাদা**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইন-অনুযায়ী প্রয়োগযোগ্য হইবে—

(ক) ফান্ড চুক্তির দ্বিতীয় তপশিলের অংশ-১-এ সংযোজিত অনুচ্ছেদ ৮-এর ধারা-২ (খ), অনুচ্ছেদ ৯-এর ধারা-২ হইতে ৯ ও অনুচ্ছেদ ২১(খ) এবং তপশিল ঘ-এর অনুচ্ছেদ ৫(ঘ);

(খ) আইবিআরডি চুক্তির দ্বিতীয় তপশিলের অংশ-২-এ সংযোজিত অনুচ্ছেদ ৭-এ অন্তর্ভুক্ত ধারা-২ হইতে ৯ পর্যন্ত;

(গ) এই আইনের দ্বিতীয় তপশিলের অংশ-৩-এ সংযোজিত অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৮-এর অন্তর্ভুক্ত ধারা-২ হইতে ৯ পর্যন্ত; তবে শর্ত থাকে যে, ফান্ড চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯-এর ধারা-৯ বা আইবিআরডি চুক্তির অনুচ্ছেদ ৭-এর ধারা-৯ বা অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৮-এর ধারা-৯-এর Exemption from Taxation সংক্রান্ত বিধানের কোনো কিছু এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে না যে যাহা—(১) ফান্ড, আইবিআরডি ও অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক কোনো প্রকার পণ্য শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করা হইলে পরবর্তীকালে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বাংলাদেশে উহা বিক্রয়ের অধিকার বর্তায়;

অথবা (২) বিক্রীত পণ্যের মূল্যের অংশ হিসাবে ফান্ড, আইবিআরডি ও অ্যাসোসিয়েশনকে শুল্ক বা কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করে বা প্রদত্ত সেবার মূল্যের অধিক হয়।

৯। এই আইনে কোনো কিছুই ফান্ড-এ প্রদত্ত চাঁদা হিসাবে স্বর্ণসহ যে-কোনো সম্পদ পাকিস্তান হইতে গ্রহণ বা পুনরুদ্ধারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অধিকারকে সংকুচিত বা খর্ব করিবে না।

১০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**—তপশিলে সংযোজিত বিধানাবলি কার্যকর এবং সাধারণভাবে এই আইনের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ—**

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত**—(১) আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০২৩ সংসদ কর্তৃক পাশ হইবার পর International Financial Organizations Order, 1972 (President's Order No. 86 of 1972); The International Financial Organizations (Amendment) Ordinance, 1976 (Ordinance No XCIV of 1976) এবং The International Financial Organizations (Amendment) Act, 1998 (Act No. XVIII of 1998) রহিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ-এর—

(ক) অধীন প্রণীত বা আদেশবলে কৃত কর্মকাণ্ড, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যাদেশসমূহ অথবা প্রণীত, কৃত, গৃহীত বা সূচিত বলিয়া বিবেচিত কর্মকাণ্ড, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ এমনভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন এই আইনের বিধানাবলি বলবৎ ছিল;

(খ) অধীন গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে।